দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 17 JUL 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

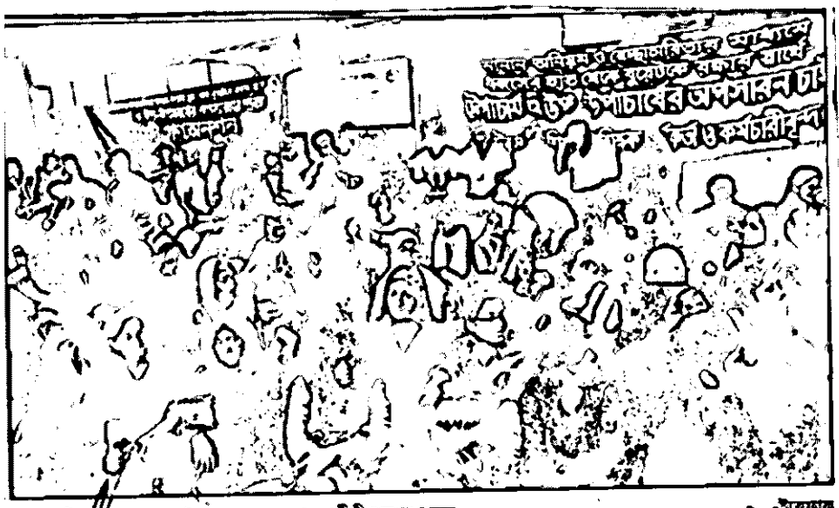

ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা বুয়েট ক্যাম্পাসে গতকাল প্রতীকী অনশন করেন -ইত্তেফাক

রবিবারের মধ্যে দাবি না মানলে বুয়েট শিক্ষকদের গণপদত্যাগ

আন্দোলনের প্রয়োজন হবে না, শিগগিরই সিদ্ধান্ত : শিক্ষামন্ত্রী

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ডিসি এবং প্রো-ডিসিকে অপসারণের জন্য আগামী রবিবার পর্যন্ত সরকারকে সময় বেঁধে দিয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) শিক্ষক সমিতি। এই সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ দুই ব্যক্তিকে অপসারণ করা না হলে শিক্ষকরা গণপদত্যাগ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। গতকাল সোমবার রাত পর্যন্ত গণপদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করেছেন অন্তত আড়াইশ' শিক্ষক। একইসাথে গত ছয় দিনের লাগাতার ধর্মঘটশেষে কর্মসূচিতে পরিবর্তন এনেছে শিক্ষক সমিতি। ডিসি ও প্রো-ডিসির অপসারণের দাবিতে আজ মঙ্গলবার থেকে প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করে অবস্থান ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। এদিকে বুয়েটের সার্বিক পরিস্থিতি সরকার গভীরভাবে পর্যালোচনা করছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে এ ইস্যুতে সরকার শিগগিরই সিদ্ধান্ত জানাবে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

গতকাল বুয়েট শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় এ গণপদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর আগে গত ১২ জুলাই ডিসি ও প্রো-ডিসির অপসারণের দাবিতে পদত্যাগ করেন বুয়েটের সকল অনুষদের ডিন, পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

রবিবারের মধ্যে দাবি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিভাগীয় প্রধান ও ইনস্টিটিউটের পরিচালকরা।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম বলেন, সরকারের কাছে আমরা আমাদের অভিযোগ-আবেদন জানিয়েছি। ডিসি এবং প্রো-ডিসির অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার চিত্র তুলে ধরেছি। দীর্ঘদিন ধরে গণতান্ত্রিক ও অহিংস উপায়ে আন্দোলন কর্মসূচি পালন করেছি। আলোচনায় বসেছি। কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। ডিসি এবং প্রো-ডিসি নিজেদের শোধরাননি। বরং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়ে সংকট বাড়িয়েছেন। নজিরবিহীন অসাধুতা ও মিথ্যাচার করেছেন। এই ডিসি এবং প্রো-ডিসির সাথে আর কাজ করা সম্ভব নয়। তাই তাদেরকে অপসারণের জন্য লাগাতার ধর্মঘট পালন করতে হয়েছে। কিন্তু সরকার যদি এতে বিব্রত বোধ করে তবে আমরা অসহায়। তাই সমিতির সাধারণ সভায় সকল শিক্ষক গণপদত্যাগ করতে সম্মত হয়েছেন। তিনি বলেন, শিক্ষকদের বড় সম্পদ তাদের সম্মান। নৈতিক অবস্থান থেকে আন্দোলন থেকে পিছিয়ে পড়ার সুযোগ নেই। তাই ডিসি এবং প্রো-ডিসি পদত্যাগ না করলে, আমাদেরকেই পদত্যাগ করতে হবে। গণপদত্যাগ সম্পন্ন করতে কিছুদিন সময় লাগবে। আগামী রবিবারের মধ্যে সকল শিক্ষকের পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর সম্পন্ন হবে বলে আশা করছি। এর মধ্যে ডিসি এবং প্রো-ডিসিকে অপসারণ না করা হলে শিক্ষকরা পদত্যাগপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমানের কাছে জমা দেবেন।

২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে অর্ধশতাধিক জ্যেষ্ঠ শিক্ষককে উপেক্ষা করে হাবিবুর রহমানকে প্রো-ডিসি নিয়োগের পর শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। ২০১০ সালের আগস্টে বর্তমান ডিসি নজরুল ইসলামের নিয়োগের পর বিভিন্ন নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, অতিরিক্ত দায়িত্ব বণ্টন নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ তোলেন শিক্ষকরা।

শিগগিরই সিদ্ধান্ত জানাবে সরকার : ডিসি এবং প্রো-ডিসির অপসারণের দাবিতে গত ১২ জুলাই পদত্যাগ করেন বুয়েটের সকল অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান ও ইনস্টিটিউটের পরিচালক ২৪ জন শিক্ষক। গতকাল এ শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনায় বসেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। দুপুর সোয়া ১২টার দিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ বৈঠক শুরু হয়ে বেলা পৌনে তিনটা পর্যন্ত চলে।

বৈঠকশেষে তিনি বলেন, বুয়েট সংকট নিরসনের লক্ষ্যে ডাকা বৈঠকে আমরা স্বল্পার মতামত নিয়েছি। এখন এগুলো রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে শিগগিরই জানিয়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। আন্দোলনের দরকার হবে না। তিনি আন্দোলন থেকে সবাইকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানান।

২৪জন পদত্যাগকারী শিক্ষক ছাড়াও বৈঠকে বুয়েটের সাবেক ভিসি এম এইচ খান, আবদুল মতিন পাটোয়ারী ও ইকবাল মাহমুদ, সাবেক শিক্ষক আমিনুর রেজা চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের সভাপতি নুরুল হুদা যোগ দেন। সভায় সরকারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান এ কে আজাদ চৌধুরী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন এমপি, শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

এ প্রসঙ্গে গতকাল সন্ধ্যায় বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের পদত্যাগকারী চেয়ারম্যান ও শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, শিক্ষামন্ত্রী দ্রুত সিদ্ধান্ত জানাবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন। আন্দোলনটি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে নয়, গোটা বুয়েটের স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে। অনেক আলোচনা হয়েছে। তাই ডিসি এবং প্রো-ডিসির অপসারণ ছাড়া সমাধান সম্ভব নয় বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে আমরা সরকারকে বিব্রত করতে চাই না। তাই সমিতির সাধারণ সভায় পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিসি বিরোধীদের প্রতীকী অনশন : ডিসি এবং প্রো-ডিসির অপসারণের দাবিতে চলমান আন্দোলনের অংশ হিসাবে গতকাল বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালন করেছে। লাগাতার অবস্থান ধর্মঘটের কেন্দ্রস্থল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিল ভবনের সামনে এ কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ডিসির অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার শপথ পুনর্ব্যক্ত করেন।

ডিসিপন্থীরাও সরব : গতকাল বিকালে টানা তৃতীয় দিনের মত ডিসিপন্থী কয়েকজন শিক্ষক-কর্মকর্তা ও ছাত্রলীগ নেতারা ডিসি ও প্রো-ডিসির পক্ষে কর্মসূচি পালন করেছেন। বিকাল সাড়ে তিনটায় বুয়েটের ক্যাফেটেরিয়ার সামনে তারা সমাবেশ করেন। সমাবেশশেষে ক্যাম্পাসে মানববন্ধনও করেন তারা। ডিসিপন্থীদের গতকালের কর্মসূচিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মীকেও অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। বুয়েটের ডিসি অধ্যাপক এস এম নজরুল ইসলাম বলেন, আমি অনিয়ম করিনি। এরপরও বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রস্তাব দিয়েছি। তদন্তে শিক্ষক সমিতির একটি অভিযোগও প্রমাণিত হলে পদত্যাগ করব।

শিক্ষকদের গণপদত্যাগের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তিনি বলেন, গণপদত্যাগ কোনো পদত্যাগ নয়। এটি দাবি আদায়ের কৌশল। তিনি শিক্ষকদের সরকারের সিদ্ধান্ত দেয়ার সময়